তারিখ 27 JUL 2016
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ১

কালের কণ্ঠ

বরিশালের বানারী-পাড়ায় এই পাবলিক লাইব্রেরি আজও পাঠক সমাগমে জমজমাট থাকে।

ছবি : কালের কণ্ঠ

জ্ঞান ছড়ানোর ১২৫ বছর

আপেল মাহমুদ ▷

কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে পরিচয় হয় অশীতিপর রাধামাধব সেনগুপ্তের সঙ্গে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ফুটপাতে পুরনো বই কিনতে গিয়ে এই পরিচয়। মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বই বিক্রিতে এই বৃদ্ধের নামডাক আছে। আদি বাড়ি বাংলাদেশের বরিশালের বানারীপাড়ায়। বড় হয়েছেন কলকাতায়। তবে কথা বলেন খাঁটি বরিশালের ভাষায়। বললেন, 'জন্ম থেকেই মা-বাবার ভাষায় কথা বলতে শিখেছি। তাই ৮০ বছরেও ঘটি ভাষা রপ্ত করতে পারিনি।'

আলাপচারিতায় আমার বাড়ি ঢাকায় এবং বরিশালের সঙ্গে একটা যোগসূত্র আছে জানতে পেরে এক কাপ চা পান করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কলেজ স্ট্রিটের পাশেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এর ফুটপাতে মাটির ভাঁড়ে চা তুলে দিতে দিতে বললেন, 'আপনি কি বরিশালের বানারীপাড়ার পাবলিক লাইব্রেরিটির কথা শুনেছেন? সেটা কি আজও টিকে আছে?'

তাৎক্ষণিকভাবে লাইব্রেরিটির ব্যাপারে কোনো খবর তাঁকে জানাতে পারিনি। তবে কথা দিয়েছিলাম, পরের বছর কলকাতায় এলে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য তাঁকে জানাব।

কলকাতায় বসেই লাইব্রেরিটি নিয়ে আমার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিছুদিন আগে গবেষণার কাজে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে যাই। এই কলেজের ছাত্র এবং পরবর্তী সময়ে শিক্ষক ছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। কিন্তু সেখানে জীবনানন্দ সম্পর্কে একরত্তি তথ্য-উপাত্তও পাওয়া গেল না। তবে সেখানে বানারীপাড়া লাইব্রেরিটি সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেল। ব্রজমোহনের প্রাক্তন ছাত্র কবিরুল ইসলাম হাওলাদার জানান, বানারীপাড়ার এই পাঠাগার দেশের প্রথম গ্রামীণ পাঠাগার। সময়ের ব্যবধানে অনেক কিছুর উত্থান-পতন হয়েছে। তবে শত বছর পেরিয়েও পাঠাগারটি অস্তিত্ব হারায়নি। যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠানটি বানারীপাড়াবাসীর মাঝে জ্ঞান বিতরণ করে চলেছে। স্থানীয় সব বয়সী মানুষের প্রিয় প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে এই গ্রামীণ পাবলিক লাইব্রেরি।

স্থানীয় সাংবাদিক এস মিজানুল ইসলাম জানালেন,

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ১

জ্ঞান ছড়ানোর ১২৫ বছর

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বানারীপাড়ার প্রথম ঘোষ-গুহ সম্মিলন হাই স্কুলের সঙ্গে বানারীপাড়া পাঠাগারের যোগসূত্র রয়েছে। ১৮৮০ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন ১৮৮২ সালের ১৫ জানুয়ারি সেখানে একটি পাঠাগার স্থাপন করে এলাকাবাসীকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে বেশ কাজ হয়। পাঠাগারে বই পড়ে এলাকার একটি মহল শুধু শিক্ষার দিকে ধাবিত হয়নি, একই সঙ্গে তারা স্বাধীনতাকামী হয়ে ওঠে। এমনকি এই পাঠাগারকে কেন্দ্র করে বানারীপাড়ায় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে। নেতাজি সুভাষ বসু, মনোরমা মাসিমা, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, কালাচাঁদ বড়াল, শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো অনেক রাজনৈতিক নেতা এই পাঠাগার পরিদর্শনে এসেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পাঠাগারটির মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বানারীপাড়ার বাসিন্দা ১৭ বছর কারাবরণকারী ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা বিপ্লবী কুমুদবিহারী গুহঠাকুরতা। চিরকুমার এই ব্যক্তিত্ব ১৯৩০ সাল থেকে পাঠাগারের একটি কক্ষে থাকতেন। তখন বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক বিপ্লবী তাঁর কাছে আসতেন। কেউ কেউ এই পাঠাগার ভবনে রাতযাপনও করতেন। ১৯৬৬ সালের দিকে দেশের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহ একাধিক মামলার হুলিয়া মাথায় নিয়ে বানারীপাড়ায় এসে বিপ্লবী কুমুদবিহারীর সঙ্গে পাঠাগারে রাতযাপন করেছিলেন।

পাঠাগার গড়ে তোলার পেছনে এলাকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বসন্ত কুমার গুহঠাকুরতা, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ও শ্রীনাথ ঘোষের সম্পৃক্ততা ছিল সবচেয়ে বেশি। পরবর্তী সময়ে পাঠাগারটি টিকিয়ে রাখতে অক্লান্ত শ্রম দিয়ে গেছেন স্থানীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নূর হোসেন মিয়া, বানারীপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাইদুর রহমান ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার কেশবচন্দ্র দাস। তাঁদের উদ্যোগে এই পাঠাগারে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালিত হয়। এর মধ্যে বায়ান্নতে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৮ সালে কালো পতাকা দিবস, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানে পাঠাগারটি ছিল সরব। তখন পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পাঠাগারটি ধ্বংসে নানামুখী অপচেষ্টা চালায়। তবে স্থানীয়দের প্রতিরোধ এবং বিপ্লবী কুমুদবিহারী গুহঠাকুরতার আন্তরিক চেষ্টায় ওই চক্রের অপচেষ্টা সফল হয়নি।

জানা গেল, অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বইপুস্তক, জার্নাল ও পত্র-পত্রিকায় ঠাসা থাকত পাঠাগারটি। সেই সুবাদে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে বানারীপাড়া এবং আশপাশের জ্ঞানপিপাসুদের কাছে এটা ছিল জ্ঞান অর্জনের তীর্থকেন্দ্র। শিক্ষিত ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল পাঠাগারটি। তখন কলকাতা থেকে নিয়মিত সেখানে আসত আনন্দবাজার, যুগান্তর, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মোহাম্মদী, সওগাত, বেগম প্রভৃতি পত্রিকা। নিয়মিত পড়া শেষে সেসব মূল্যবান পত্রপত্রিকা বাঁধাই করে রাখা হতো।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পাঠাগারটিতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। তারা পাঠাগারের অনেক মূল্যবান বইপুস্তক ও জার্নাল নষ্ট করে ফেলে। বর্তমানে লাইব্রেরিটির সংগ্রহে রয়েছে সাড়ে সাত হাজার বইপুস্তক, অসংখ্য পত্রপত্রিকা ও জার্নাল। ৩০৮ জন সদস্য ছাড়াও যে কেউ এই পাঠাগারে পড়াশোনা করতে পারে। প্রয়োজনে গঠনতন্ত্র মেনে বই তালিকাভুক্ত করে বাড়িতে নেওয়ার সুযোগও রয়েছে।

স্থানীয় সাংবাদিক মইনুল ইসলাম সবুজ জানালেন, এলাকার শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা মানুষের মিলনক্ষেত্র হিসেবে কাজ করছে পাঠাগারটি। আজও অনেক পাঠক দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দুর্লভ বইয়ের খোঁজে এখানে আসেন। তাই পাঠাগারটি বানারীপাড়ার গর্বের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।